তারিখ ... 8 JUL 2008
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১

যুগান্তর

কলেজে ভর্তি সংকট

গত ২০ বৎসরে ঢাকায় ভালো বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, এমন একটিও সরকারি বা বেসরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া একজন অধ্যক্ষ যুগান্তরের নিকট যেই মন্তব্য করিয়াছেন, উহার সহিত দ্বিমত করা কঠিন। একই সময়ে সারাদেশে কতটি মানসম্পন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহাও প্রশ্ন। ভালো কলেজ কম থাকিবার বিষয়টি বড় হইয়া উঠে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পরবর্তী পর্যায়ে-ভর্তির সময়। পরীক্ষার্থীরা ভালো করিলে প্রশ্নটি আরও তীব্র হইয়া উঠে যে, তাহারা যাইবে কোথায়? এইবার সেইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে এই জন্য যে, এসএসসিতে রেকর্ড সংখ্যক শিক্ষার্থী কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে তাহাদের অবশ্য পূর্বের ন্যায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইতেছে না। এসএসসির রেজাল্টই এই ক্ষেত্রে বিবেচ্য। উহাতে ছাত্রছাত্রী-অভিভাবক, শিক্ষক-কর্তৃপক্ষ সকলেরই বাড়তি ভোগান্তি দূর হইয়াছে। অহেতুক ব্যয় হইতেও বাঁচা যাইবে। কিন্তু মানসম্পন্ন কলেজে ভর্তির ইচ্ছা পূরণ অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হইবে না। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার পর গ্রামের দিক হইতে শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসিয়া ভর্তির প্রবণতা রহিয়াছে। এইবার মানসম্পন্ন কলেজে ভর্তি হইতে ব্যর্থ অনেক ভালো রেজাল্টধারীকে শহর ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া মন্তব্য করিতেছেন অনেকে। ইহার বিরুদ্ধে অপরিচিত পরিবেশে গিয়া পড়াশোনায় মন বসানো কঠিন। শিক্ষাজীবনে উহার প্রভাব অস্বীকার করা যাইবে না। পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার ও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণদের সংখ্যা আমরা বাড়াইতে চাহিতেছি। উহা সরকারি কর্মপ্রয়াসের সাফল্য বলিয়াও বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু তাহার পর শিক্ষার্থীরা যদি মানসম্পন্ন কলেজে ভর্তির সুযোগ না পায়, উহা দুর্ভাগ্যজনক। ভালো কলেজ গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস কম ওধু তাহাই নহে; বিদ্যমান কলেজগুলিকে মানসম্পন্ন করিয়া তুলিবার প্রয়াসও দুর্বল। রাজধানীর চারটি নামকরা কলেজের অধ্যক্ষ এই বিষয়ে যুগান্তরকে দেওয়া বক্তব্যে কমবেশি ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন। একজন স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, শিক্ষকদের বেতন বাবদ অর্থ জোগাইলেই চলিবে না— সরকারকে কলেজগুলির মানোন্নয়নেও মনোযোগী হইতে হইবে। অব্যাহতভাবে চালাইতে হইবে মনিটরিং; আদায় করিতে হইবে জবাবদিহিতা। সরকার নাকি শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণের উপর বেশি জোর দিতেছে। সম্প্রতি এমনও বলা হইয়াছে, অবকাঠামো উন্নয়নের চাইতে শিক্ষক প্রশিক্ষণে অধিক ব্যয় করিবে সরকার। এইরূপ কার্যক্রম তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত করিবার বিকল্প নাই। তৃণমূলে বরং অধিক জোর দিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠার ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদেরও বড় ভূমিকা রহিয়াছে। উহার গঠন হইতে হইবে শিক্ষা-সহায়ক। ভালো রেজাল্টধারী ছাত্রছাত্রীও মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য অংশ। উহাতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহারা আরও ভালো করিবার কথা। ভালো প্রতিষ্ঠান অবশ্য সাধারণ শিক্ষার্থী লইয়াও তাহাদের মানোন্নয়ন ঘটাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও গড়িয়া তুলিতে পারে তাহারা। নগরীর নামকরা কলেজগুলিতে গ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণের রীতি রহিয়াছে। মাঝারি ধরনের রেজাল্ট করা ছাত্রছাত্রীরা উহার সদ্ব্যবহারে কোন সমস্যার সম্মুখীন হইবে না বলিয়াই প্রত্যাশা। এইরূপ সুযোগ আরও বাড়ানো গেলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য কমাইয়া আনিবার পথ প্রশস্ত হইবে। ভর্তির চাপ থাকিবে, এইরূপ কলেজে কোন অনিয়ম প্রশ্রয় দেওয়া যাইবে না। স্বাভাবিকভাবে কেহ বাদ পড়িলে সে উহা মানিয়া লইয়া অন্যত্র ভর্তির প্রয়াস লইতে পারিবে। উহার পরিবর্তে তরুণ শিক্ষার্থীদের মন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে তাহা হইবে অমার্জনীয়। সংকটের কারণেই নামকরা কলেজগুলিতে আসন বৃদ্ধি ও নূতন শিফট চালুর দাবি রহিয়াছে। সীমিতভাবে উহা করিয়া উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। অবকাঠামোসহ নানা সীমাবদ্ধতার কারণে উহা ব্যাপকভাবে করিবার অবকাশ নাই। বাছবিচারহীনভাবে বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা খুলিতে দেওয়াও ঠিক হইবে না। উহাতে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মানের অবনতি হইতে পারে। এইরূপ ঘটিবার পর শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত পাল্টাইয়া পিছুও হটিতে হইয়াছিল। এইবার জিপিএ-৫ ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের ভর্তির ক্ষেত্রে নূতন কী সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, সেইদিকে সকলেরই দৃষ্টি থাকিবে। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি— সকল দৃষ্টিকোণ হইতেই সমস্যা মোকাবেলার প্রয়োজন রহিয়াছে। ভালো রেজাল্টধারীদের পাশাপাশি মানসম্পন্ন পরিবেশে পড়াশোনার অধিকার রহিয়াছে সাধারণদেরও। উহা নিশ্চিত করা গেলে তাহাদের মানোন্নয়নও কঠিন হইবে না। শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ ব্যর্থ হইতে দেওয়া যায় না বলিয়াই ভালো স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সেইগুলির মানোন্নয়নও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সারাদেশে এইরূপ প্রয়াস থাকিলে শিক্ষার্থীদের অব্যাহতভাবে শহরমুখীও হইতে হইবে না।